এবার আরও কম দামে
ইলেকট্রনিকস্ এর
সকল রকম মডেলের ট্রানজিষ্টার রেডিও
১ ব্যাণ্ড মিডিয়াম ১৫০.০০
৩ „ অলওয়েভ ২২৫.০০
কর স্বতন্ত্র
এজেন্সির জন্য আবেদন করুন
SOUND & ELECTRONIC
58-B, Amherst St. Cal-9

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৭৩ ই 4th June 1966 { ৪র্থ সংখ্যা।

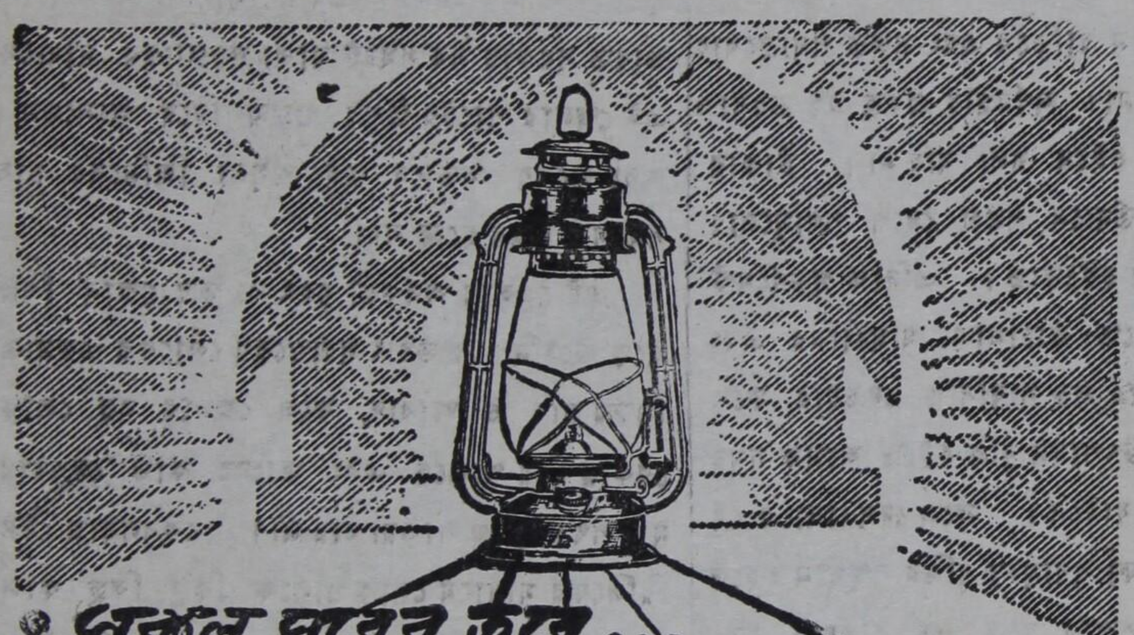

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
গুণে ও বিপুলতা আধার।
প্রস্তুতকারক
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাইকেল ও সাইকেল পার্টস এর
নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রতিষ্ঠান
স্থলভ ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী।

স্টুডেন্টস ফেভারিট
রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ
★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭৩ সাল।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি

—০—

ভারত সরকার কর্ত্তৃক ভারতীয় টাকার মূল্যহ্রাস করার ফলে দেশে যে আশঙ্কা সবচেয়ে বড় আকারে দেখা দিয়েছে তাহা হইতেছে দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ভয়। গত ৬ই জুন টাকার মূল্যহ্রাসের পূর্বেই দেশে সব রকম পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর যদি টাকার মূল্যহ্রাসের জন্য পুনরায় দেশবাসীর প্রয়োজনীয় সমস্ত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দেশবাসীর পক্ষে উহার চাপ বহন করা অসম্ভব হইবে। এই বিষয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী বলিয়াছেন যে, টাকার মূল্যহ্রাসে দেশবাসীর ব্যবহার্য্য অধিকাংশ পণ্যদ্রব্যের মূল্যের উপর কোন প্রভাব পড়িবে না; তবে টাকার মূল্যহ্রাস হওয়াতে দেশবাসীর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে দেশবাসীর ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য কিছু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে।

অর্থ মন্ত্রীর এই সব কথায় দেশের কেহ আশ্বস্ত হইতে পারিবে কি না সন্দেহ। ইতিপূর্বে বহুবার দেখা গিয়াছে যে, সামান্য একটা অজুহাত পাইলেই ব্যবসায়ীরা পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়াইয়া দেয়। তারপর এমনও দেখা গিয়াছে যে দেশে কোন পণ্যের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া গেলে গভর্ণমেণ্ট তাহার একটা সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা গভর্ণমেণ্টের চোখের সামনে সেই সর্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্যে এই পণ্য জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিয়াছে ও করিতেছে। মাছ, সরিষার তেল ইত্যাদি অনেক পণ্যের ব্যাপারে এইরূপ অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। দেশের সরকার যদি কর্মকুশল হইতেন এবং আমলা-তান্ত্রিক স্তরে যদি সততা থাকিত তাহা হইলে অর্থ-মন্ত্রীর কথায় অনেকে স্বস্তি বোধ করিত। কিন্তু দেশে চোরাকারবার, মুনাফাকার, কালোবাজার, মজুতদারি ইত্যাদির প্রাবল্য এত বেশী এবং সর্ব-ক্ষেত্রেই উহার প্রতিরোধে গভর্ণমেণ্টের অক্ষমতা এত সুস্পষ্ট যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পণ্যমূল্য সম্পর্কে দেশবাসীর নিশ্চিন্ত থাকার কোন উপায় নাই।

অর্থমন্ত্রী আভাস দিয়াছেন যে, পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকারের জন্য বিদেশ হইতে অধিকতর পরিমাণে কাঁচামাল আমদানির ব্যবস্থা করা হইবে এবং বিদেশ হইতে যে খাদ্যশস্য, কেরোসিন, ডিজেল অয়েল ইত্যাদি আমদানি হয় সেজন্য অর্থসাহায্য (সাবসিডি) করা হইবে; উহার ফলে দেশে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িবে এবং এজন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না। অর্থমন্ত্রীর প্রদত্ত এই ভরসাও কতদূর কার্য্যকর হইবে বলা যায় না। টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে বর্তমানে সমগ্র দেশে পণ্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এদিকে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিদেশ হইতে কাঁচামাল আমদানির এবং কেরোসিন ইত্যাদির জন্য সাবসিডি দেওয়ার ফলে দেশে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবে। ফলে দেশবাসীকে যে পুনরায় আর একদফা পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত বলিয়াই মনে হইতেছে।

থানায় সাইকেল বোঝাই

চন্দননগর থানা এখন সাইকেলে বোঝাই। অন্ততঃ ১২৫ খানি সাইকেল রয়েছে। চাল পাচার করার সময় পুলিশের তাড়া খেয়ে যারা চালের বস্তা ও সাইকেল ফেলে পালিয়েছে তাদেরই সাইকেলের এই স্তূপ, বেওয়ারিশ। থানা অফিসার বলেন, অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে চাল পাচারকারীরা সাইকেল ফেরত নিতে আসে না। তিনি আরও বলেন, একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পার হলেই সাইকেলগুলি নিলামে বিক্রী করে দেওয়া হবে।

মুর্শিদাবাদ সঙ্কটের পথে

অনাবৃষ্টির ফলে গত দু'বছরে মুর্শিদাবাদ জেলায় ধান ও পাটের আবাদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এবং বর্ত্তমান বছরেও ক্ষতির সম্ভাবনা আরো বেশী বলে মনে হয়। কারণ, সেচের জলের অভাবে রবিখন্দের বেশ ক্ষতি হয়েছে—তদুপরি ময়ূরাক্ষী খালের জল এবছর মুর্শিদাবাদ জেলার চাষীদের ভাগ্যে জোটেনি বলেও প্রকাশ। তাই জলের অভাবে জেলার সর্ব্বত্র চাষের জমি ফেটে চৌচির হয়েছে। খাল, বিল, পুকুর কোথাও জল নেই, বললেই চলে—এমন কি পানীয় জল সংগ্রহে গ্রামবাসীদের ভাবনার অন্ত নেই। এটা সুবিদিত যে, মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থকরী ফসল পাট, অথচ সেই পাট চাষেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়? বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের একটা প্রধান মাধ্যম এই পাট। ভারত সরকার সব সময়ই রাজ্য সরকারের মাধ্যমে এই জেলার পাটের উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। অথচ জলের অভাবে এই অমূল্য জিনিষের চাষ সময়মত সম্ভব হচ্ছে না।

এই জেলায় অর্থকরী বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোন শিল্প গড়ে উঠেনি। সুতরাং সর্ব্বস্তরের লোকের একমাত্র নির্ভর চাষ ও আবাদ, ফলে জেলার বহু লোক বেকার হয়ে পড়েছে এবং তাদের কাজ দেওয়ার মত পথও খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে লোকগুলিকে কিছু কিছু কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে যাতে তাদের কিছুটাও বেকারত্ব কেটে যায়। পরিকল্পনা রূপায়ণে কর্ত্তা ব্যক্তিরা তেমন একটা মনযোগ না দেওয়ায় এই জেলার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই মুর্শিদাবাদ জেলা সমতলে অবস্থিত। বাগড়ী ও রাঢ় অঞ্চলে বিভক্ত কৃষিভিত্তিক জেলা। পর পর দু'টি পরিকল্পনায় এই জেলার কৃষির প্রভূত উন্নতি না হওয়ায় তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন বাড়াবার এক ব্যাপক কর্ম-সূচী গ্রহণ করেছিলেন জাতীয় সরকার। এই কর্ম-সূচীতে ছিল চারশো পাঁচটি গভীর নলকূপ বসানোর কথা, দু'শো পঞ্চাশটি নদী থেকে সেচ খাল কাটা, সেচ পরিকল্পনার জন্যে দু'শো পঞ্চাশটি পাম্প বসানো, বারোটি বীজ খামার খোলা, এবং ৪০০টি প্রদর্শনক্ষেত্র খোলা। কৃষি উন্নয়নের জন্য ব্যয়

হয়েছে আনুমানিক বিশ লক্ষ টাকা এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে অর্থ ব্যয় করতে না পারায় কর্ত্তা ব্যক্তিরা নাকি কিছু টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন সরকারী তহবিলে। খতিয়ানে প্রকাশ যে, ৪০৫টি নলকূপের মধ্যে গত বছর ২৪৩টি বসানো হয়েছে যার মধ্যে মাত্র ২৩টি চালু অবস্থায় দৃষ্ট হয়। কয়েক লক্ষ টাকার কৃষি যন্ত্রপাতি নাকি ক্রয় করেছেন জেলা কর্ত্তৃপক্ষ, কিন্তু সময়োপযোগী তাহা ব্যবহৃত না হওয়ার অভিযোগ মিলে। চাষের জন্যে সারের বেশ চাহিদা আছে, কিন্তু কালোবাজারে কত সার সংগ্রহ করা যায়? এই জেলায় কৃষির উন্নতির জন্যে প্রায় পাঁচ বছর পূর্ব্বে মাত্র একজন গেজেটেড কৃষি অফিসার ছিলেন, আর এখন প্রায় চারজন গেজেটেড এবং ছ'জন নন-গেজেটেড অফিসার এই জেলার উন্নতির বিষয় নাকি ভাবেন। কিন্তু সমধিক মাত্রায় উন্নতি তো হয় নি। সুতরাং কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণে এই জেলায় আরও নজর দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষের দরকার—যাতে জেলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়, কারণ কৃষিই এই জেলার একমাত্র সম্পদ।

'পরিক্রমা'

গঙ্গায় জাহাজ ডুবি

বাটানগরে চড়ায় আটকাইয়া খাদ্যবাহী জাহাজটি ডুবিয়া যাওয়া খুবই দুঃখজনক ঘটনা। জাহাজটি ব্রহ্মদেশ হইতে চাল আনিতেছিল। বর্তমানে দেশের খাদ্য সঙ্কট দূর করার জন্য বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। বিদেশে গম যথেষ্ট পাওয়া গেলেও আমদানি করার মত চাল বেশী পাওয়া যায় না। অথচ ভারতবর্ষে বর্তমানে বেশীর ভাগ খাদ্যাভাবগ্রস্ত এলাকায় চালেরই চাহিদা। জাহাজটি ডুবিয়া যাওয়ায় অন্নভোজীদেরই অসুবিধা বাড়িল। চড়ায় আটকানোর ফলে জাহাজটিতে ফাটল ধরায় জাহাজের জীর্ণ দশাই প্রমাণ করে। গঙ্গার চড়ায় জাহাজ আটকানোর ঘটনায় অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নাই। হুগলি নদীর জলপ্রবাহ যে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে এবং তাহার ফলে কলিকাতা বন্দরে আর বড় জাহাজ ভিড়িতে পারিতেছে না, এ কথা কর্ত্তৃপক্ষের অনেক দিন হইতেই জানা আছে। কলিকাতা বন্দরের স্বার্থেই ফরাক্কা-প্রকল্পে হাত দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅশোককুমার সরকারের বিদেশ যাত্রা

আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ-এর সম্পাদক এবং হিন্দুস্থান ষ্ট্যানডারডের ডিরেকটার শ্রীঅশোককুমার সরকার কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ৭ই জুন মঙ্গলবার বি-ও-এ-সি বিমানে লণ্ডন যাত্রা করেন। তিনি সেখানে রয়টার-এর সাধারণ সভায়ও যোগদান করবেন। সেখান থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীসরকার দিন সাতেক পূর্ব জার্মানিতে থাকবেন। তারপর তিনি কয়েকদিন পশ্চিম জার্মানিতে যেতে পারেন। তিনি জুলাই মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরবেন বলে আশা করা যায়।

জেনারেল চৌধুরীর অবসর গ্রহণ

সেনানীমণ্ডলীর সভাপতি তথা স্থলবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল জে এন চৌধুরী ৮ই জুন সামরিক কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। জেনারেল চৌধুরীর জায়গায় সেনানীমণ্ডলীর নতুন সভাপতি হচ্ছেন এয়ার মারশাল অর্জ্জুন সিং। পদটি তিন বাহিনীর অধ্যক্ষদের মধ্যে যিনি কার্য্যকালের দিক দিয়ে প্রবীণতম, তাঁর প্রাপ্য। স্থলবাহিনীর অধ্যক্ষ হিসাবে জেনারেল চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন জেনারেল কুমারমঙ্গলম। জেনারেল চৌধুরীর ৩৮ বৎসরের গৌরবময় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৈনিক-ব্রতের সমাপ্তি ঘটিল। লণ্ডনে ছয় সপ্তাহ ছুটি কাটানোর পর তিনি কানাডায় ভারতের হাই কমিশনার হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করবেন।

১৯৬২ সনে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চীনা আক্রমণকালে স্থলবাহিনীর অধ্যক্ষতা গ্রহণের জন্য জেনারেল চৌধুরীর ডাক পড়েছিল। জেনারেল কুমারমঙ্গলমের ভাষায়, "যে কোন সেনাপতির পক্ষে কঠিনতম কর্ত্তব্য হৃতমনোবল বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ। যাঁরা সেই কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পেরেছেন জেনারেল চৌধুরী সেই স্বল্পসংখ্যক সেনানীদের অন্যতম।"

প্রাপ্ত

রেশন বণ্টন নীতি

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত এম, আর, ডিলার নং ৪ এর অধীনে যে সমস্ত রেশন কার্ডভুক্ত পরিবার আছেন, তাঁহাদের অবস্থা এখন চরমে পৌঁছিয়াছে। সরকারের খাদ্য বণ্টন নীতি যে ব্যর্থতায় এবং চরম বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন তাহা বেশ প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে। জমির মালিক, ভাগচাষী এবং কৃষক প্রভৃতির নিকট হইতে লেভী আদায় করিবার সময় গালভরা বুলি এবং বিপর্য্যয়ের সময় সরকারের খাদ্যের সু-সম-বণ্টন-নীতির আশ্বাস প্রত্যেকের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। একে মুর্শিদাবাদ জেলা ঘাটতি অঞ্চল—তাহার উপর যতটুকু সম্বল সরকার লেভীর মাধ্যমে কাড়িয়া লইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের খাদ্যের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ না করা, সময়মত রেশন না দেওয়া প্রভৃতি কারণে দেশের প্রতিটি জনসাধারণ আজ বিক্ষুব্ধ। সরকার চাউল তো সরবরাহ করেন না—আটা বা গম তাহাও আবার উপযুক্ত পরিমাণ নহে বলিয়াই অর্দ্ধাহারে এবং অনাহারে থাকিতে হইতেছে। চিনি প্রতি সপ্তাহে না দিয়া ১৫ দিন অন্তর সরবরাহ করা হয়—তাহাও আবার মাথা পিছু ১০০ গ্রাম প্রতি ১৫ দিনে—যেখানে শহরে প্রতি সপ্তাহে মাথা পিছু ৩০০ গ্রাম। ইহাতে মনে হয় গ্রামের লোকেদের চিনির প্রয়োজন নাই। সুজি—গ্রামের লোকেরা আস্বাদন করিবার অধিকারী নহে। কেরোসিন তেল তাহাও অপ্রচুর। সুতরাং মানুষের দুর্দ্দশা আজ চরমে। Sub-Divisional Controller, Food & Civil Supplies এবং সরকারী দপ্তর তথা মন্ত্রী মহোদয়ের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শ্রীআশুতোষ দত্ত,
রেশন কার্ড নং ১৩৩। ঙ। ৬৬
গ্রাম বোখারা, পোঃ ধনপৎগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ফরাক্কা বাঁধের কাজ

এক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি এক পত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানাইয়াছেন যে, ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির জন্য তাঁহারা সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই করিবেন, তজ্জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই।

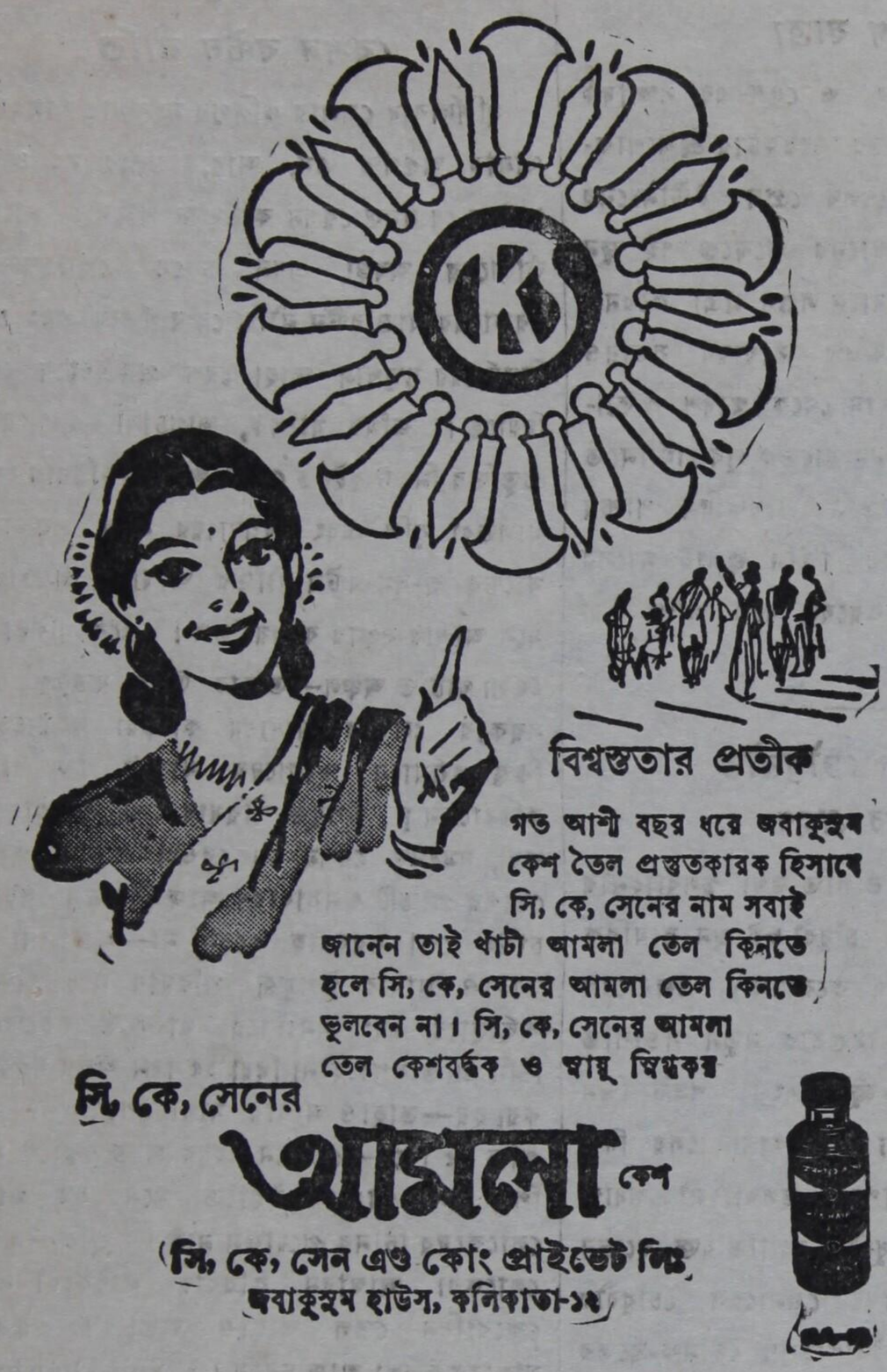

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২)

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাস ঘর

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সকল প্রকার সাইন-বোর্ড লেখা হয়

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)